সম্পাদকীয় / Editorial

পৌষের হিমেল রাতে আকাশের বুকে জেগে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জ কুয়াশায় যখন হয়ে থাকে স্তিমিত, ব্রাহ্মমুহূর্তে বৃক্ষপত্রালি থেকে যখন টুপটাপ ঝরে পড়ে উন্মুক্ত আকাশ হতে ঝরে পড়া শিশিরের বিন্দু, ইংরেজী নববর্ষ তখন পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের গৃহপ্রান্তে আগামী দিনের আশা আকাঙক্ষা ও পরিপূর্ণতার উদ্ভাস নিয়ে। বর্ষবরণের এই শুভক্ষণে আমরা, আশ্রমিকেরা, এসে দাঁড়াই পুণ্যতর এক জ্যোর্তিময় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে — পরমপুরুষ শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা ও মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের পুণ্যচরণে উৎসর্গীকৃত ও শ্রীশ্রীমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের মন্দিরাসনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবের মঙ্গলময় আয়োজনের পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানে। আগামী ১৩-১৪ই জানুয়ারী, ২০১০ সেই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। পূজাপাঠ, যজ্ঞ ও ভজন-প্রবচনের পাশাপাশি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাগণের পুণ্য চরণস্পর্শে ধন্য হবে আমাদের এই আশ্রম; পুষ্পার্ঘ্য, ধূপ-দীপের সুঘ্রাণে আমোদিত হবে মন্দির প্রাঙ্গণ। এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভক্তিবিনম্র চিত্তে আমরা স্মরণ করি ভক্তিমার্গের মহাসাধক সন্ত তুলসীদাসকে যিনি তাঁর অমর সৃষ্টির ভক্তিরসধারায় বিগত চার শতাব্দী ধরে আপ্লুত করে রেখেছেন ভারতীয় জনমানস। তাঁর অমর বাণী ''জলু হিম উপল বিলগ নহি''। জ্ঞান ও ভক্তির এই অভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি জনমানসে বিতরণ করেছেন প্রবল ভক্তিরস, কারণ ভক্তিমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গে উত্তরণ সহজতর—''ঘর বন বীচহী রাম প্রেমপুর ছাই''। এই ভক্তি অবশ্যই হতে হবে প্রগাঢ়, নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ—যার অন্য নাম শুদ্ধাভক্তি। সেই শুদ্ধাভক্তিরই অনন্ত বিকাশ শ্রীশ্রীরামচরিত মানসের ছত্রে ছত্রে। দ্বৈত, অদ্বৈত, সাংখ্য সকল মতবাদকে দ্রবীভূত করেছেন তিনি তাঁর ভক্তিরসের প্রাবল্যে। কিন্তু এই শুদ্ধাভক্তির উন্মেষ সদ্‌গুরুর অহৈতুকী কৃপাব্যতীত সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের জগজ্জননী কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমা ও ভক্তবৎসল কৃপাসিন্ধু ভববন্ধনহারী শ্রীরামচন্দ্রের রাতুলচরণে বিনম্র আর্তি জানাই যেন শুদ্ধাভক্তির আবাহনে আমাদের সকলের মানব জীবন সার্থক হয়।

''সীয়-রামময় সব জগজানী। করৌ প্রণাম জোরী-জুগপানি''।।

ওঁ তৎ সৎ

As the stars keep twinkling dimly through the haze of mist and droplets of dew descend imparti-bly to the ground in the wee hours of night, people all over the world gear up to embrace another New Year – a year that promises them happiness, prosperity and fulfillment. For the ashramites of Akhanda Mahapeeth, it is an occasion of double elation as we stand on the doorstep of celebrating the holy anniversary of the inauguration of our spiritual centre, a shrine erected as the sacred abode of Shri Shri Nanga Baba and Mahavatar Shri Shri Babaji Maharaj and dedicated to the sublime memory of all guru mahatmas by our revered Mother, Sree Sree Maa. We will celebrate this pious event on 13th and 14th January 2010 amidst chanting of hymns, lighting the sacrificial fire and invoking spiritual blessings through devotional songs. The Ashram will reverberate in the haloed presence of saints and savants as the aroma of incense hangs in the air.

On this vibrant day, we feel honoured to pay our humble homage to Sant Tulsidas, one of the greatest saints of the Bhakti cult, who has kept the Indian masses captivated for the last four centu-ries through his poetic couplets seethed in bhakti philosophy. Accepting the inherent equivalence of jnan and bhakti doctrines, he has nonetheless advocated the path of bhakti for the masses as a means of deliverance. This devotion to the Lord needs to be pure, profound and selfless. Such im-maculate love for the Lord finds its expression in every hymn of Ramcharitmanas, the magnum opus of his creation. The apparently conflicting philosophies of dwaita and adwaita can blend harmoni-ously in such pristine love that transcends the boundaries of all doctrines. Such pure devotion to the Almighty, however, can only be realized through the blessings of an emancipated Guru. Come ! Let us join hands in offering our unified prayer to our deliverer, Sree Sree Maa, and Lord Rama, the Lord of Sant Tulsidas, to invoke their divine blessing for manifestation of such sublime love and devotion to make our lives truly meaningful.